শ্রীগৌরাঙ্গলীলামৃত।

শ্রীবি বর্ত্তি

প্রণীত

শ্রীকৃষ্ণদাস নামক বৈষ্ণব কর্ত্তৃক

পয়ারাদিচ্ছন্দে অনুবাদিত।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক

শোধিত ও প্রকাশিত।

মুর্শিদাবাদ।

বহরমপুরস্থ রাধারমণ যন্ত্রে

বিদ্যারত্ন দ্বারা

মুদ্রিত।

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪০২। ৫ আষাঢ়।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীগৌরাঙ্গলীলামৃত নামক গ্রন্থ অতি দুর্লভ, প্রায় কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। শ্রীলশ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় ইহার স্মরণ মঙ্গল নামক এগারটী শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন, তাহারই মর্ম্মানুসারে শ্রীকৃষ্ণদাস নামে এক জন বৈষ্ণব পয়ারাদিছন্দে রচনা করিয়াছেন এই গ্রন্থ আমি বহু অনুসন্ধানে প্রাপ্ত হইয়া শোধন পূর্ব্বক মুদ্রিত করিলাম, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্তগণ ইহার পাঠে পরিতৃপ্ত হইলে আমার পরিশ্রম সফল হইবেক ইতি।

নিঃ শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন।

বহরমপুর।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ।

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টকালীয় লীলা স্মরণমঙ্গলস্তোত্রং।

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভোশ্চরণয়ো র্যা কেশশেষাদিভিঃ
সেবাগম্য তয়া স্বভক্ত বিহিতা সান্যৈ র্যয়া লভ্যতে।
তাং তন্মানসিকীং স্মৃতিং প্রথয়িতুং ভাব্যা সদা সত্তমৈ
র্নৌমি প্রাত্যহিকং তদীয়চরিতং শ্রীমন্নবদ্বীপজং ॥ ১ ॥
রাত্র্যন্তে শয়নোত্থিতঃ সুরসরিৎ স্নাতো বভৌ যঃ প্রগে
পূর্ব্বাহ্নে স্বগণৈর্লসত্যুপবনে তৈর্ভাতি মধ্যাহ্নকে।

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর চরণ সেবন। ব্রহ্মা রুদ্র শেষ আদি করে আরাধন ॥ এক মাত্র ভক্তগণে সতত সেবয়। সেই সেবা অন্য জনের যাতে লভ্য হয় ॥ সেই মানসিক সেবা করি বিস্তারিত। গৌরাঙ্গ চরিত্র নিত্য সাধুর সেবিত ॥ ১ ॥

প্রাতঃকালে শয্যাহৈতে করি গাত্রোত্থান। সুবাসিত জলে কৈল মুখপ্রক্ষালন ॥ তৈলাদি মর্দ্দন করি গঙ্গাস্নান কৈল। শ্রীবিষ্ণু অর্চ্চনা করি ভোজন করিল ॥ পূর্ব্বাহ্ন সময়ে ভক্ত মন্দিরে গমন। কৃষ্ণকথা রসানন্দ কভুত কীর্ত্তন ॥ মধ্যাহ্নে পরমানন্দ সুরধুনীকুলে। নবদ্বীপ ভ্রমণ;পরাহ্নে কুতূহলে ॥ সায়াহ্নে গমন করে আপনার পুরে। প্রদোষে

যঃ পূর্য্যামপরাহ্ণকে নিজগৃহে সায়ং গৃহেঽথাঙ্গনে
শ্রীবাসস্য নিশামুখে নিশি বসন্ গৌরঃ স নো রক্ষতু ॥২
রাত্র্যন্তে পিক কুক্কুটাদি নিনদং শ্রুত্বা স্বতল্পোত্থিতঃ
শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়য়া সমং রসকথাং সম্ভাষ্য সন্তোষ্য তাং।
গত্বান্যত্র বরাসনোপরিবসন্ স্বদ্ভিঃ সুধৌতাননো
যো মাত্রাদিভিরীক্ষিতোতিমুদিত স্তং গৌরমধ্যেম্যহং ॥ ৩
প্রাতঃ স্বঃ সরিতি স্বপার্ষদবৃতঃ স্নাত্বা প্রসূনাদিভি
স্তাং সংপূজ্য গৃহীত চারুবসনঃ স্রক্ চন্দনালঙ্কৃতঃ।
কৃত্বা বিষ্ণু সমর্চ্চনাদি সগণো ভুক্ত্বান্নমাচম্য চ
দ্বিত্রং চান্য গৃহে ক্ষণং স্বপিতি যস্তং গৌরমধ্যেম্যহং ॥৪

গণের সহ শ্রীবাসমন্দিরে॥ নিশাতে করেন তথা নাম সঙ্কী-র্ত্তন। নিশার্দ্ধে স্বগৃহে গিয়া করেন শয়ন ॥ ২ ॥

নিশান্তে পিক কুক্কুটের ধ্বনি শুনি। শয্যা হৈতে উঠিলেন প্রভু গৌরমণি॥ রসকথায় শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ায় সন্তোষিলা। অন্য স্থানে গিয়া দিব্য আসনে বসিলা॥ সভক্ত সহিত করে মুখ প্রক্ষালন। হরষিতে শচীদেবী করে দরশন॥ ৩ ॥

প্রাতে স্বপার্ষদ সহ গঙ্গাস্নান কৈল। গঙ্গাপূজা করি মাল্য বসন পরিল॥ মিষ্টান্ন পক্কান্ন আদি যোগায় ভক্তগণ। বিষ্ণ্বালয়ে যাঞা কৈল বিষ্ণুর পূজন॥ তবে ভক্তগণ সহ করেন ভোজন। তাম্বূল চর্ব্বণ করি করিল শয়ন॥ ৪ ॥

পূর্ব্বাহ্নে শয়নোত্থিতঃ সুপয়সা প্রক্ষাল্য বক্ত্রাম্বুজং
ভক্তৈঃ শ্রীহরিনাম কীর্ত্তনপরৈঃ সাঙ্গঃ স্বয়ং কীর্ত্তয়ন্।
ভক্তানাং ভবনেঽপিচ স্বভবনে ক্রীড়ন্ নৃণাং বর্দ্ধয়
ত্যানন্দং পুরবাসিনাং য উরুধা তং গৌরমধ্যেম্যহং॥ ৫
মধ্যাহ্নে সহ তৈঃ স্বপার্ষদগণৈঃ সঙ্কীর্ত্তনাদীদৃশং
সাদ্বৈতেন্দু গদাধরঃ কিল সহ শ্রীলাবধূত প্রভুঃ।
আরামে মৃদুমারুতৈঃ শিশিরিতৈ ভৃঙ্গদ্বিজৈর্নাদিতে
স্বং বৃন্দাবিপিনং স্মরন্ ভ্রমতি যঃ স্তং গৌরমধ্যেম্যহং॥ ৬
যঃ শ্রীমানপরাহ্ণকে সহগণৈ স্তৈস্তাদৃশৈঃ প্রেমবাং
স্তাদৃক্ষু স্বয়মপ্যলং ত্রিজগতাং শর্ম্মাণি বিস্তারয়ন্।

পূর্ব্বাহ্নেতে শয্যা হৈতে করি গাত্রোত্থান। সুবাসিত জলে কৈল মুখ প্রক্ষালন॥ সভক্তে আনন্দ হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে। স্বভবনে কভু ২ ভক্তের ভবনে॥ পুরবাসি গ্রামবাসি আনন্দে ভাসিল। পূর্ব্বাহ্নের লীলা এই সংক্ষেপে কহিল॥ ৫॥

মধ্যাহ্নে পার্ষদ সহ কীর্ত্তনাতিশয়। অদ্বৈত গদাধরাদি নিত্যানন্দ রায়। গঙ্গাতীরে ভ্রমে কভু কভু রম্য বনে। গঙ্গার লহরী আর শীতল পবনে॥ নানা পক্ষী রব করে ভ্রমর ঝঙ্কার। দেখি বৃন্দাবন স্মৃতি হইল সভার॥ রাধাভাবে মত্ত প্রভু অধৈর্য্য হইল॥ মধ্যাহ্নে স্মরণ এই সংক্ষেপে কহিল॥ ৬॥

অপরাহ্নে গণ সহ প্রেমে মত্ত হৈল। ত্রিজগন্মঙ্গল লাগি বিস্তার করিল॥ তবে ভক্তগণ সহ গৃহে আগমন।

আরামাত্তত এতি পৌরজনতা চক্ষুশ্চকোরোড়ুপো
মাত্রা দূরমুদেক্ষিতো নিজগৃহং তং গৌরমধ্যেম্যহং ॥ ৭ ॥
যস্ত্রিস্রোতসি সায়মাপ্ত নিবহৈঃ স্নাত্বা প্রদীপালিভিঃ
পুষ্পাদ্যৈশ্চ সমর্চ্চিতঃ কলিত সৎপট্টাম্বরঃ স্রগ্ধরঃ।
বিষ্ণোস্তৎ সময়ার্চ্চনঞ্চ কৃতবান্ দীপালিভি স্তৈঃ সমং
ভুক্তান্নানি সুবীটিকামপি তথা তং গৌরমধ্যেম্যহং ॥ ৮॥
যঃ শ্রীবাসগৃহে প্রদোষ সময়ে হ্যদ্বৈতচন্দ্রাদিভিঃ
সর্ব্বৈর্ভক্তগণৈঃ সমং হরিকথাং পিযুষমাস্বাদয়ন্।
প্রেমানন্দ সমাকুলশ্চ চলধীঃ সঙ্কীর্ত্তনে লম্পটঃ
কর্ত্তুং কীর্ত্তন মূর্দ্ধ মুদ্যমপর স্তং গৌরমধ্যেম্যহং ॥ ৯ ॥

দেখি পুরগ্রাম বাসি আনন্দিত মন॥ হরষিতে শচীদেবী করে নিরীক্ষণ। চক্ষের পুতলি গৌর সভার জীবন॥ নানা স্নেহে শচীদেবী করেন লালন। অপরাহ্ণ কালের এই কহিল স্মরণ

সায়াহ্নে পার্ষদ সহ গঙ্গাস্নান কৈল। ভক্তগণে প্রদীপাদি পুষ্প যে অর্চ্চিল॥ পট্টাম্বর পরিলেন সমাল্য চন্দন। দীপ পুষ্পাদিতে কৈল শ্রীবিষ্ণু অর্চ্চন॥ সভক্ত ভোজন করি তাম্বূল চর্ব্বিল। সায়াহ্ণে সায়াহ্ণ লীলা স্মরণ হইল ॥৮

প্রদোষে গমন কৈল শ্রীবাস ভবনে। নিত্যানন্দ অদ্বৈতাদি সর্ব্ব ভক্তগণে॥ শ্রীহরির কথামৃত করে আস্বাদন। প্রেমানন্দে সমাকুল হঞা ক্ষণে ক্ষণ॥ কীর্ত্তনে লম্পট সদা উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন। প্রদোষে ভক্তের সহ কীর্ত্তন উদ্যম॥ ৯ ॥

শ্রীবাসাদিভিরাবৃতো নিজগণৈঃ সার্দ্ধং প্রভুভ্যাং নট
ন্নুচ্চৈস্তালমৃদঙ্গ বাদনপরৈর্ গায়দ্ভিরুল্লাসয়ন্।
শ্রীমান্ শ্রীল গদাধরেণ সহিতো নক্তং বিভাত্যদ্ভুতং
স্বং গৌরে শয়নালয়ে স্বপিতি যস্তং গৌরমধ্যেম্যহং॥১০
শ্রীগৌরাঙ্গবিধোঃ স্বধামনি নবদ্বীপেহষ্ট কালোদ্ভবাং
ভাব্যাং ভব্যজনেন গোকুলবিধোর্লীলাস্মৃতেরাদিতঃ।
লীলাং দ্যোতয়দেতদত্র দশকং প্রীতান্বিতো যঃ পঠেৎ
তং প্রীণাতি সদৈব যঃ করুণয়া তং গৌরমধ্যেম্যহং॥১১

নিশায় শ্রীবাস গৃহে সহ নিজগণ। উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনে প্রভু করেন নর্ত্তন॥ মৃদঙ্গাদি বেণু বীণা নানা তাল আর। উল্লাসেতে নৃত্যকরে শ্রীগৌর সুন্দর॥ মণ্ডলি করিয়া নাচে গদাধর সঙ্গে। অদ্ভুত নর্ত্তন প্রভু করে নানা রঙ্গে। তবে নিজালয়ে আসি শয়ন করিল। নিশা কালের লীলা এই সংক্ষেপে কহিল॥ ১০॥

নবদ্বীপে নিত্য এই গৌরাঙ্গ চরিত। অষ্টকালের লীলা সদা সাধুর ভাবিত॥ শ্রীবৃন্দাবন লীলার আদিতে স্মরণ। করিলে হইবে প্রভুর কৃপার ভাজন॥ প্রীতি যুক্ত হৈঞা নিত্য যে করে পঠন। মনো মত ফল দেন শ্রীশচীনন্দন॥ শ্রীগৌরাঙ্গ চরণ পদ্ম মনে করি আশ। নবদ্বীপস্মরণী ভাষা কহে কৃষ্ণ দাস॥ ১১॥

ইতি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠক্কুরেণ বিরচিতং
শ্রীগৌরাঙ্গাষ্টকালীয় লীলা
স্মরণমঙ্গলস্তোত্রং
সমাপ্তং।

শ্রীগৌরাঙ্গলীলামৃত।

—০ঃ০*০ঃ০—

জয় গৌর নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈতচন্দ্র। গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্ত বৃন্দ ॥

বন্দেঽহং শ্রীশচীসূনুং গৌরচন্দ্রং মহাপ্রভুং।

নিত্যানন্দপ্রভুং শ্রীমদদ্বৈতং তদ্গণৈঃ সহ ॥

প্রথমে বন্দিব গুরু বৈষ্ণবচরণে। যার কৃপাবল মোর জীবনে মরণে ॥ জয় জয় গৌরচন্দ্র শচীর কুমার। জয় জয় নিত্যানন্দ প্রভু যে আমার ॥ জয়শ্রীঅদ্বৈত গদাধর কৃপাসিন্ধু। জয় শ্রীবাসাদি ভক্ত অনাথের বন্ধু ॥ শ্রীগুরুচরণ পদ্ম হৃদয়ে ধরিয়া। গৌরলীলামৃত কহি সঙ্ক্ষেপ করিয়া ॥ ইথে অষ্ট কালক্রম অতি রসায়ন। প্রথমেই গীতসূত্র করহ শ্রবণ ॥

গীতং তুড়ী ॥

নিশিশেষে গোরা ঘুমের আবেশে শয়ন পালঙ্কোপরে।
হেন জন নাহি যে বারেক সে শোভা হেরিয়া পরাণ ধরে ॥
প্রভাতে জাগিয়া নিজ পরিকর বেষ্টিত অঙ্গনে বসি।
জগজন মন হেলায় হরিয়া হিয়াতে থাকয়ে পসি ॥
দন্তধাবনাদি সারি সুরনদী স্নানাদি আনন্দাবেশে।
নিজগৃহে গণ সহ যে ভোজন কৌতুক শয়ন শেষে ॥
পূর্ব্বাহ্ণ সময়ে শুক্লাম্বর আদি ভকতগণের ঘরে।
প্রেমের আবেশে অবশ হইয়া বিবিধ বিলাস করে ॥

মধ্যাহ্ন কালেতে অতি মনোহর পুষ্পের কানন মাঝে।
কত ২ রঙ্গে তরঙ্গে বিভোর সঙ্গে পারিষদ সাজে॥
অপরাহ্ন কালে প্রিয়গণ মেলি ভুবনমোহনবেশ।
নদীয়ানগরে ফিরে ঘরে ২ শোভার নাহিক শেষ॥
সন্ধ্যাকালে নিজ ভবনে গমন অতি অপরূপ রীত।
দেব বন্দনাদি করয়ে যতনে যাহাতে মায়ের প্রীত॥
প্রদোষে শ্রীবাস মন্দিরে প্রবেশ অধিক উল্লাস হিয়া।
তথা প্রিয়গণ মন অনুরূপ করয়ে অদ্ভুত ক্রিয়া॥
নিশায়ে সকল পরিকর সহ সুখে সঙ্কীর্ত্তন করি।
পুন আসি নিজ প্রিয়ার মন্দিরে ভণে দাস নরহরি॥ ১॥

পয়ার।

রাত্রি শেষে গোরাচাঁদ শয়ন মন্দিরে। ঝলমল অঙ্গ সে অনঙ্গ মন ঝুরে॥ হেমময় খট্টা খুরা প্রবালে নির্ম্মিত। তুলিযুক্ত শ্বেতবস্ত্র তাহাতে মণ্ডিত॥ সুরঙ্গ পাটের ডোর বদ্ধ চারি কোণ। মণিময় থোপ তাহে অরুণ কিরণ॥ উচ্চ চারি স্বর্ণদণ্ড তাহে সুবলন। ঊর্দ্ধে চন্দ্রাতপ লগ্ন তাহে সুরচন॥ লম্বিত দোলয়ে সূক্ষ্ম মুকুতার হার। স্বর্গ হৈতে পড়ে যেন সুরধুনী ধার॥ তক্ষ যেন কৈলাসের সুরচিত খণ্ড। শোভয়ে বালিস যেন নবনীত পিণ্ড। শুভ্র চীনবস্ত্রের পালঙ্ক আচ্ছাদনী। তথি মধ্যে সুতি আছে গোরা দ্বিজমণি॥ তপত কাঞ্চন জিনি সুবলন অঙ্গ। অলসে অবশ সব বিপ-

রীত রঙ্গ ॥ চাঁচর চিকুর যার কুটিল কুন্তলে। শ্লথ মুক্তাদাম তহি মল্লিকার মালে ॥ চন্দনের শোভে ঊৰ্দ্ধ তিলক সুন্দর। কুঙ্কুম কস্তুরী ফল্গু বিন্দু মনোহর ॥ সুচিক্কণ গণ্ডে সাজে কুন্তল রতন। কাম শরাসন যিনি ভ্রূভঙ্গ পত্তন ॥ গৌরাঙ্গ নয়ন শোভা উপমা করিতে। ভাবিয়া না হয় কিছু বিধির শিল্পিতে ॥ বুঝি কাম গোরা ভুরু ভঙ্গিমার ডরে। অঙ্গ হীন হইয়া অনঙ্গ নাম ধরে ॥ কিবা সতীগণ চিত্ত হরিণী বান্ধিতে। মদনের জাল কেবা করিল নির্ম্মিতে ॥ নিদ্রাতে মুদ্রিত দুই কমল নয়ন। নিবিড় সুস্থির পক্ষ্ম অসিত বরণ ॥ পক্ব বিম্ব ফল যিনি সুরঙ্গ অধর। ঈষত হসিত মুখ জগ মনোহর ॥ পীন বক্ষ শোভা করে নানাবিধ হারে। আজানুলম্বিত ভুজ অতি সুগম্ভীরে ॥ ভুজদ্বয়ে নবরত্ন বলয়ামণ্ডিত। শ্রীঅঙ্গ শোভিত ঘন চন্দনে চর্চ্চিত ॥ সূক্ষ্ম শুভ্র বস্ত্র সাজে নিতম্ব উপরে। উত্তরীয় সুশোভিত বেড়িয়া শরীরে ॥ প্রান্তভাগ সুবর্ণের কুসুম অঞ্চল। ক্ষীণ যজ্ঞ সূত্র তহি অতি সুনির্ম্মল ॥ কর পদতলারুণ জলজ বিকাশ। করাঙ্গুলী মুদ্রিকাতে তিমির বিনাশ ॥ সুখময় সুগঠন কনক মন্দির। চারিভাগে চারি মণি কুট্টিম প্রাচীর ॥ সুবর্ণ কলস ধ্বজ মন্দির উপরে। পূর্ণচন্দ্রাকৃতি মণি স্থূল মুক্তাহারে ॥ দুই পাশে শোভে অষ্ট স্ফাটিকের স্তম্ভ। রজতের হংস পাঁতি ঊর্দ্ধে অবলম্ব ॥ চারি-দিগে চারি দ্বার রতন খিচনি। মাঝে মাঝে জড়া তহি মর-কত মণি ॥ কনক কবাটে শোভে প্রবাল অর্গলা। স্ফাটিক

সম্পুটে দীপ্তি করে দীপমালা ॥ প্রকাণ্ড দর্পণশ্রেণি অবলম্বি ভিতে। রাধাকৃষ্ণরসকেলি তাহাতে চিত্রিতে ॥ কৃত্রিম কুসুম বৃক্ষ পদ্ম শতদল। দর্পণের মাঝে মাঝে শোভে সুনির্ম্মল ॥ কমলের ছায়া হেরি মুকুর ভিতরে। পদ্মবন ভ্রমে অলি শত শত ফিরে ॥ চতুর্দ্দিগে শোভে অষ্টদুয়ার গবাক্ষ। রবির মণ্ডল বিড়ম্বনে হয় দক্ষ ॥ সূর্য্যকান্ত মণিবদ্ধ গবাক্ষ দুয়ারে। মাণিক রতন লগ্ন তার বাহ্যান্তরে ॥ মন্দির বেদিকা আর চত্বর প্রাঙ্গন। স্ফাটিক পাথরে বান্ধা সোপান শোভন ॥ মন্দিরের অন্তে গৃহারাম পুষ্পবন। ডালে২ বসিয়াছে কোকিলাদিগণ ॥ কুসুম আমোদ সহ শীতল সমীরে। বৃক্ষ শাখা দোলাইয়া বহে ধীরে ধীরে ॥ রতন পাদুকা ছত্র সুশ্বেত চামর। গৃহদ্বারে ধরিয়াছে দেখিতে সুন্দর ॥ পালঙ্কের দুই পার্শ্বে হেম সন্দানিকা। রতন সম্পুট তাহে তাম্বূল বীটিকা ॥ সুবাসিত জল পূর্ণ সুবর্ণের ঝারি। নিকটে শোভয়ে আলবাটি আদি করি ॥ কীর্ত্তন বিহার শ্রম অলসের ভরে। সুপ্তি আছে গৌরশশী পালঙ্ক উপরে ॥ মন্দিরের কোণে স্বর্ণ পিঞ্জরেতে কীর। নিশি শেষ দেখি চাহে হইয়া অস্থির ॥ গৌরাঙ্গ জাগাব বলি আনন্দিত মন। পুলকে প্রফুল্ল পাখা সজল নয়ন ॥ সুমধুর শব্দে ডাকে উঠ গোরারায়। অস্তাচল আড়ে হিমকর প্রবেশয় ॥ উদয়াচলেতে দেখ অরুণ প্রকাশ। ভ্রমরা ছাড়য়ে কুমুদিনীর নিবাস ॥ দিশা সুপ্রকাশ দেখি চক্রবাকী রঙ্গে। উড়িয়া মিলয়ে আসি চক্রবাক সঙ্গে ॥ হংস

সারসাদি করি জলচরগণ। সুরধুনী তীরে সব করিল গমন॥ খগবৃন্দ কপোতাদি করয়ে ফুৎকারে। জন সব নিজ কার্য্যে ফিরয়ে নগরে॥ মৃগ মৃগীগণ সব মণ্ডলী তেজিয়া। যূথে ২ চলে তৃণ ভোজন লাগিয়া॥ নিদ্রাভঙ্গ হৈল শুনি কীরের বচন। ঈষত মিলয়ে দুই কমল লোচন॥ বৃন্দাবন কুঞ্জ লীলা সঙরিয়া মনে। নিশ্চল হইয়া রহে কপট শয়নে। গৃহান্তরে সুতিয়াছে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া। শয্যা তেজি উঠে শীঘ্র প্রভাত দেখিয়া॥ অলসের ভরে চলে মন্থর গমনে। চকিত চাহিয়া গেলা শচীর অঙ্গনে॥ ভূষণ নূপুরধ্বনি শুনি সুমধুরে। দ্বার মুক্ত করি শচী হইলা বাহিরে॥ বধূরে দেখিয়া কহে সুমধুর বাণী। গৃহকার্য্য করি যাহ স্নানে সুরধুনী॥ তবে শচী-দেবী পুত্র লালন কারণ। দ্রুত গতি চলে অতি ব্যাকুলিত মন॥ গৌরাঙ্গ শয়ন গৃহে প্রবেশ করিলা। নিঃশব্দ হইয়া তল্প নিকটে বসিলা॥ পুত্রের শ্রীঅঙ্গে হস্ত ধীরে ধীরে দিয়া। মন্দস্বরে কহে বড় যতন করিয়া॥ উঠ বাপু গোরা-চাঁদ প্রভাত হইল। নগর নিবাসিগণ জাগিয়া বসিল॥ শ্রীবাসাদি করিয়া যতেক ভক্তগণ। তোমার দর্শনে সবার উৎকণ্ঠিত মন॥ অতি শীঘ্র করি পথে করিল গমন। নিদ্রা তেজি উঠি কর মুখ প্রক্ষালন॥ জননীর বচন শুনিয়া গোরা-রায়। অঙ্গ মোড়া দিয়া উঠি বসিলা খট্টায়॥ হেনই সময়ে শ্রীল সীতাঠাকুরাণী। পতিব্রতাগণ সঙ্গে করিয়া মালিনী॥ শচীর আলয়ে সব আসিয়া মিলিলা। গৌরাঙ্গ শয়ন গৃহে

প্রবেশ করিলা॥ নগরের নারী সব উৎকণ্ঠিত মনে। গৌরাঙ্গ দর্শন লাগি করিলা গমনে॥ সুবর্ণ থালিতে ঘৃত কর্পূর সহিত। প্রদীপ জালিলা শচী হই হরষিত॥ আনি সমর্পিলা তাহা মালিনীর করে। নির্ম্মঞ্ছন কৈলা তেঁহ গৌরাঙ্গ সুন্দরে॥ স্বর্ণপাদ পীঠ আর জলপূর্ণ ঝারি। রসনা মার্জ্জনী দন্ত কাষ্ঠ আদি করি॥ দাসগণে যত্ন করি ধরিয়া রাখিলা। মন্দির তেজিয়া গোরা প্রাঙ্গনে আইলা॥ গৃহান্তরে যাই তবে প্রাতঃ ক্রিয়া করি। আসিয়া বসিলা পাদ পীঠের উপরি॥ দন্তধাবনাদি ক্রিয়া সারি সেই ক্ষণে। আসিয়া বসিলা পুন উত্তম আসনে॥ প্রভু নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত গদাধর। মুকুন্দ মুরারি হরিদাস বক্রেশ্বর॥ শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারি শ্রীধরাদি করি। সত্বরে আইলা সভে প্রাতঃ ক্রিয়া সারি॥ আসিয়া মিলিলা সভে প্রভুর ভবন। যথা রীতে চরণ বন্দিলা ভক্তগণ॥ দক্ষিণে বসিলা আসি প্রভু নিত্যানন্দ। বামে গদাধর চারি পাশে ভক্তবৃন্দ। সম্মুখে বসিলা তবে শান্তিপুররায়। কি শোভা হইল তাহা কহনে না যায়॥ তবে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী সখীগণ সঙ্গে। সুরধুনী সিনানে চলিলা বহুরঙ্গে॥ কনকদামিনী যিনি অঙ্গের বরণ। কতকোটি চাঁদ শোভা সুচারু বদন॥ বেনী ভুজঙ্গিনী শোভে নিতম্ব উপরে। গ্রন্থিত কনক ঝাঁপ বকুলের হারে॥ কুটিল কুন্তল যেন ভ্রমরের পাঁতি। দুইগণ্ড ঝলমল মুকুরের ভাঁতি॥ কর্ণে সাজে মণিময় কর্ণিকা ভুষণ। নিম্নে দোলে ক্ষুদ্র ঝাঁপা

মুকুতা খিচন ॥ কর্ণ ভূষা তার ভয়ে স্বর্ণ শিকলে। শলাকা সহিত্তে বদ্ধ করি শ্রুতি মূলে ॥ স্বর্ণ সূত্রে সূক্ষ্মমুক্তা করিয়া রচন। পদ্মরাগমণি মাঝে সিঁথার বন্ধন ॥ কপালে সিন্দূর বিন্দু প্রভাত অরুণ। কস্তুরী চিত্রিত তার পাশে সুশোভন ॥ মৃগমদ বিন্দু শোভে চিবুক উপরে। সুরঙ্গ অধরে মৃদু হাস মনোহরে ॥ চকিত চাহনি যেন চঞ্চল খঞ্জন। ভুরুর ভঙ্গিমা দেখি কাঁপিয়ে মদন ॥ তিল ফুল জিনি নাসা গজমুক্তা দোলে। গলে চন্দ্রহার তহি মালতীর মালে ॥ ছোট বড় ক্রমকরি স্বর্বর্ণের হারে। কণ্ঠদেশে শোভা করিয়াছে থরে থরে ॥ কুচযুগ শোভা স্বর্ণ কলস জিনিয়া। কনক চম্পক কলি উপরে বেড়িয়া ॥ চন্দনের পত্রাবলি তাহাতে লিখন। গজমতি হারে মণি চতুষ্কি শোভন ॥ সুবর্ণ মৃণাল ভুজযুগের বলন। শঙ্খ মণিকঙ্কণাদি তাহে বিভূষণ ॥ বাজুবন্ধ বলয়া বন্ধন ভুজ মূলে। তহি বদ্ধ পট্ট আদি স্বর্ণ ঝাঁপা দোলে ॥ রাঙ্গা করতলাঙ্গুলী মুদ্রিকা মণ্ডিত। তর্জ্জনীতে শোভে হেম মুকুরে জড়িত ॥ পরিধান শোভে দিব্য পট্ট মেঘাম্বরে। অঞ্চল নির্ম্মাণ মণি মুকুতাঝালরে ॥ গুরুয়া নিতম্ব আর ক্ষীণ-মধ্য দেশে। কিঙ্কিণী রসনামণি তাহাতে বিলাসে ॥ রাতুল চরণযুগ যাবকমণ্ডিত। বঙ্করাজ নতন নূপুর বিভূষিত ॥ মধুর গমন গতি কলহংস জিনি। চটকগুঞ্জয়ে যেন নূপুরের ধ্বনি ॥ নবনীত জিনিয়া কোমল তনু খানি। হাস পরিহাসে স্নান করি সুরধুনী ॥ গৃহে আসি বস্ত্র পরিবর্ত্তনে করিলা। বিষ্ণুপূজা লাগি সজ্জ করিতে লাগিলা ॥ শচীঠাকুরাণী শীঘ্র

স্নানাদি করিয়া। গৃহকে আইলা শীঘ্র বিলম্ব তেজিয়া॥ তবে সীতাদেবি সঙ্গে করিয়া মালিনী। আর যত প্রিয়ভক্তগণের গৃহিণী॥ স্নান ক্রিয়া করি গৃহে করিলা গমন। আসি প্রবেশিলা ত্বরা শচীর ভবন॥ উত্তম সামগ্রী যার ঘরে যাহা ছিল। দাসীকরে দিয়া যত্ন করিয়া আনিল॥ হর্ষে শচীমাতা সভা লইয়া চলিলা। চরণ পাখালি পাকশালা প্রবেশিলা॥ বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীরে কহয়ে শচী আই। বেলাধিক হয় মা গো পাকঘরে যাই॥ আজ্ঞা পাই হরষিত মনে বিষ্ণুপ্রিয়া। শীঘ্র পাক করিবারে বসিলেন গিয়া॥ রন্ধনের কার্য্য যত করেন মালিনী। ইঙ্গিতে শিক্ষান সব সীতাঠাকুরাণী॥ প্রথমেতে পরমান্ন করিয়া রন্ধনে। পূর্ণ করি থুইলেন নূতন ভাজনে॥ বিবিধ প্রকার শাক করিয়া রন্ধন। মান কচু বার্ত্তাকাদি লাফরা ব্যঞ্জন॥ সুকুতাদি মোচাঘণ্ট মরিচের ঝালে। মুদ্গ সূপে সুখা আম্র করিয়া মিসালে॥ ঘৃত সিক্ত সূপ বহু পৃথক্ করিলা। মাসবড়া মুদ্গবড়া ঘৃতেতে ভাজিলা॥ নারীকেল শস্য ভাজা ফুলবড়ী আর। তিলমিশ্র বার্ত্তাকাদি বিবিধ প্রকার॥ অম্ল রান্ধিলেন বহু যতন করিয়া। মধুরাম্ল ধরিলেন পৃথক্ করিয়া॥ অম্লদধি মাসবড়া সহ সিক্ত করি। জীরামরিচাদি দিয়া রন্ধন যে করি॥ গোধূম চূর্ণের পিষ্টক অনেক করিলা। ঘৃতসিক্ত করি তাহা যতনে ধরিলা॥ মাঠা শিখরিণী আদি সরপূপী করি। অনেক করিলা তাহা বর্ণিতে না পারি॥ উত্তম তণ্ডুল বহু করি সুসংস্কার। যতনে করেন পাক

করিয়া অপার ॥ অন্য ঘরে করে কেহ দুগ্ধ আবর্ত্তন। মিষ্টান্ন পক্বান্ন আদি করে কোন জন ॥ গোধূমের চূর্ণ সহ শর্করা মাখিয়া। লাড়ু বান্ধিলেন বহু যতন করিয়া ॥ গোধূম চূর্ণের করি কুণ্ডলী আকৃতি। ঘৃতে ভাজি রাখিলেন রসের সংহতি। ছেনা খিরিসাদি মাখি শর্করা সহিতে। লাড়ু বান্ধিলেন করি দাড়িম্ব আকৃতে ॥ সীতামিশ্র করি আর চক্রাকৃতি খাজা। পটোল চনক বহু করি ঘৃতে ভাজা ॥ দুগ্ধ আবর্ত্তিয়া ক্ষীর করিলেন ঘন। পূরিয়া রাখিলা নব মৃত্তিকা ভাজন ॥ এলাচি কর্পূর মরিচাদি তাহে দিয়া। শীতল করিতে শীঘ্র রাখিলা ধরিয়া ॥ দুগ্ধলাউ দধিলাউ করিলেন পাক। লবণ বিহীন ঘৃতে ভাজি দিব্য শাক ॥

তিলা লাড়ু নবাদাদি রসালা করিয়া। ঘৃত সিক্ত দধি মৃৎকুণ্ডিকা পূরিয়া ॥ ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধ দিব্য চাঁপা-কলা আর। কাল অনুচিত ফল অনেক প্রকার ॥ দাড়িম্ব কমলা ইক্ষু চিনিপানা করি। বিবিধ সংস্কার নারিকেল তদুপরি ॥ নারঙ্গ বাদাম আর সুপিণ্ড খর্জ্জুর। নেম্বু দ্রাক্ষা সীতা মিশ্রি নবনী প্রচুর ॥ মুদগ চনকাদি শস্য যতন করিয়া। পূর্ব্ব রাত্রে থুয়া ছিলা জলে ভিজাইয়া ॥ লবণ মাখিয়া তাহা পৃথক্ ধরিল। আচার আনিল গৃহে যতেক আছিল ॥ পক্ক আম্রফল চিনি রসে ডুবাইয়া। বহু দিন হৈতে শচী রাখিলা ধরিয়া ॥ কাসনাদি ধাত্রী হরীতকীর আচারে। সব নিক-সিয়া আনি দিলেন বাহিরে ॥ শচীদেবী আসি পাকশালা

প্রবেশিলা। অন্ন ব্যঞ্জনাদি দেখি আনন্দ বাড়িলা॥ বধূরে কহয়ে কত বিলম্ব রন্ধন। লজ্জায়ে আকুলা দেবী না কহে বচন॥ মালিনী কহয়ে তবে শুন দেবী আই। রন্ধন হইল আর বিলম্ব সে নাই॥ শচী কহে এই বিষ্ণু ভোগের সদন। নিজ হস্তে আমি তাহা করিল মার্জ্জন॥ ভোগ সজ্জ শীঘ্র যাই কর সেই ঘরে। এতেক কহিয়া তবে আইলা বাহিরে॥ বাহির হইয়া আসি কহিলা ঈশানে। বিশ্বম্ভরে কহ শীঘ্র যান গঙ্গাস্নানে॥ মোরে মনঃপীড়া দেন বহু বেলা হৈল। অন্ন ব্যঞ্জনাদি যত শীতল হইল॥ ঈশান আসিয়া তবে কহিলা প্রভুরে। গঙ্গাস্নানে যাহ মাতা আজ্ঞা কৈলা মোরে॥ ইহা শুনি মহাপ্রভু আনন্দিত মন। ভক্তগণ লই স্নানে করিলা গমন॥ পুষ্পমালা গাঁথি বহু ঘসিলা চন্দন। সুগন্ধি সুতৈল আর অঙ্গ উদ্বর্ত্তন॥ ধৌতবস্ত্র আদি লই করিলা গমনে। ভক্তের সহিতে যান কথোপকথনে॥ ভক্তগণ সঙ্গে তবে শ্রীগৌরাঙ্গরায়। গঙ্গাজল পরশিয়া নামিলা গঙ্গায়॥

শ্রীচৈতন্যভাগবতে॥

নদীয়ার সম্পত্তি কে বর্ণিবারে পারে। এক ঘাটে লক্ষ লক্ষ লোক স্নান করে॥ কতেক বা শান্ত দান্ত কত বা সন্ন্যাসী। না জানি কতেক শিশু মিলে তথা আসি॥ চতুর্দ্দিকে প্রভুরে বেড়িয়া জহ্নুসুতা। তরঙ্গের ছলে জল দেয় অলক্ষিতা॥ তরঙ্গের ছলে নৃত্য করেন জাহ্নবী। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যার পদ-যুগসেবী॥ গঙ্গাজলে কেলি করে নবদ্বীপরায়। পরম

সুকৃতি সব দেখে নদীয়ায় ॥ গঙ্গাজলে কেলি করে প্রভু বিশ্বম্ভর। সমুদ্রের মাঝে যেন পূর্ণ শশধর ॥ গঙ্গাঘাটে স্নান করে যে সুকৃতি জন। সভেই চাহেন বিশ্বম্ভরের বদন। ইতি অঙ্গ উদ্বর্ত্তন লৈয়া আইলা কোন দাসে। মার্জ্জন করিলা অঙ্গ করিয়া বিশেষে ॥ তবে স্নান করি প্রভু ভক্তগণ সঙ্গে। সুরধুনী তটেতে উঠিলা বহু রঙ্গে ॥ অঙ্গ মোছাইল আসি কোন দাস গণ। কেশ সুসংস্কার কৈল করিয়া যতন ॥ বস্ত্র পরিবর্ত্ত করি শ্রীমাল্যচন্দন। অঙ্গে পরিলেন যত অঙ্গের ভূষণ ॥ গৃহে আসি প্রভু পাদ প্রক্ষালন করি। বিষ্ণুগৃহে প্রবেশিলা গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥

শ্রীচৈতন্যভাগবতে ॥

যথাবিধি বিষ্ণু পূজি গৌর ভগবান্। তুলসীরে জল দিয়া করিলা প্রণাম ॥ তবে প্রভু আসি স্বর্ণ পীঠেতে বসিলা। মিষ্টান্ন যতেক বিষ্ণু নিবেদন কৈলা ॥ শচীদেবী তাহা স্বর্ণ পাত্রেতে করিয়া। যত্ন করি পুত্র আগে রাখিল লইয়া ॥ সুবর্ণ ভাজনে সুবাসিত জল দিলা। কিছু ভক্ষণাদি করি বিরলে বসিলা ॥ নিত্যানন্দ প্রভু আর অদ্বৈত গোসাঁই। নরহরি গদাধর শ্রীবাস রামাই ॥ বক্রেশ্বর হরিদাস আদি ভক্তগণে। গঙ্গাস্নান করি নিজ আলয়ে গমনে ॥ গৃহে আসি সবে নিত্যকৃত্য যে করিয়া। প্রভুর বাড়িতে পুন মিলিলা আসিয়া ॥ বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী তবে সমাপি রন্ধনে। শচীর আদেশে গেলা ভোগের সদনে ॥ উভারিলা ভাত বহু সুবর্ণ

থালিতে। সারি সারি রাখিলেন সিক্ত করি ঘৃতে ॥ ব্যঞ্জনাদি যত কিছু রন্ধন করিল। ক্রম করি তাহা সব পাশেতে ধরিল॥ পক্কান্নাদি করি আর যতেক আচারে। নিসকড়ি প্রথম ধরিল থরে থরে ॥ সুবর্ণ ভাজনে জল সুবাসিত করি। কর্পূর সহিতে ছানি রাখিলেন ধরি॥ রতন সম্পুটে ধরি উত্তম তাম্বূল। লবঙ্গ এলাচী আদি যত অনুকূল॥ তুলসীমঞ্জরী অন্ন উপরে ধরিল। শালগ্রামে সমর্পিয়া আচমন দিল॥ তবে শচীদেবী বড় হরষিত মনে। গুণ সহ পুত্র বোলাইলেন ভোজনে॥ নিত্যানন্দ প্রভু সঙ্গে আর ভক্তগণ। শীঘ্র চলিলেন তবে করিতে ভোজন॥ চরণ পাখালি দিব্য আসনেতে গিয়া॥ বসিলেন গৌরচন্দ্র ভক্তগণ লৈয়া॥ নিত্যানন্দ গদাধর বৈসে দুই পাশে। সম্মুখে অদ্বৈত আর বসিলা শ্রীবাসে॥ অঙ্গনে বসিলা তবে যত ভক্তগণে। পারস করেন শচী আনন্দিত মনে॥ অন্ন ব্যঞ্জনাদি করি যত উপহার। পারস করেন শচী আনি বার বার॥ স্নেহাকুল হৈয়া শচী করান ভোজনে। অন্তরে থাকিয়া দেখে পতিব্রতাগণে॥ হাস পরিহাসে প্রভু করিলা ভোজন। জল আনি যোগায়েন যত দাসগণ॥ আচমন করি গিয়া বসিলা আসনে। চারিদিকে বসিলেন সব ভক্তগণে॥

হাসিয়া করেন প্রভু তাম্বূল ভোজন। চামরাদি সেবা করে কোন দাসগণ॥ তবে সীতাদেবী সঙ্গে লইয়া মালিনী। আর যত সব ভক্তবৃন্দের গৃহিণী॥ শচীদেবী আসি সবাকারে

বসাইয়া। ভোজন করান বড় হরষিত হৈয়া॥ ভোজনাদি সারি সবে নিজ গৃহে গেলা। বিষ্ণুপ্রিয়া সহ শচী ভোজন করিলা॥ আচমন করি আসি বিরলে বসিলা। ঈশানাদি সবে আসি ভোজন করিলা॥

দাসগণ গৃহ আদি সংস্কার করি। পাত্রাদি নির্ম্মল করি রাখিলেন ধরি॥ নিত্যানন্দ আদি করি যত ভক্তগণ। বিশ্রাম করিতে সবে করিলা গমন॥ সবারে বিদায় দিয়া প্রভু বিশ্বম্ভরে। আসি প্রবেশিলা শীঘ্র শয়ন মন্দিরে॥ পালঙ্ক উপরে গিয়া করিল শয়ন। চরণ সেবন করে কোন প্রিয়জন। গদাধর নরহরি আদি কত জনে। গৃহ মাঝে প্রভু সঙ্গে করিলা শয়নে॥ শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ দাসের অনুদাস। প্রথম কালের লীলা কহে কৃষ্ণদাস॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীগৌরাঙ্গলীলামৃতে প্রথম কালীয় লীলা বর্ণনং॥ * ॥ ১ ॥ * ॥

শ্রীগৌরাঙ্গলীলামৃত।

—>

কতক্ষণ অন্তরেতে প্রভু বিশ্বম্ভর। উঠিয়া বসিল তবে পালঙ্ক উপর॥ গদাধর আদি সব জাগিয়া বসিলা। স্বর্ণ ঝারিতে জল দাসে আনি দিলা॥ তবে প্রভু করিয়া সে মুখ প্রক্ষালন। বসিলেন পরম আনন্দযুক্ত মন॥ ক্ষণমাত্র বিশ্রাম করিয়া ভক্তগণে। নিজ নিজ কর্ম্মে সবে হই সাবধানে॥ প্রভু মিলিবারে সবে উৎকণ্ঠিত মন। সময় জানিয়া তাহা না কৈল গমন॥ কেহো ভাগবত শাস্ত্র করেন বিচারে। কেহ কেহ মিলিলেন অদ্বৈত মন্দিরে॥ কে [illegible] একত্র হইয়া। করেন কীর্ত্তন সবে হাতে তালি দিয়া॥ এই মত ভক্তগণ যার যেই মতি। পরস্পর রহে সবে সবার সংহতি॥ শ্রীবাসাদি করিয়া কতেক ভক্তজন। আসিয়া মিলিল সবে প্রভুর সদন॥ চরণ বন্দন করি সবেই রহিলা॥ আলিঙ্গন করি প্রভু সবা বসাইলা॥ তবে প্রভু গদাধর আদি করি সঙ্গে। শুক্লাম্বর গৃহেতে চলিলা বহুরঙ্গে॥

শ্রীচৈতন্যভাগবতে॥

নিরন্তর গদাধর থাকেন সংহতি। প্রভু গদাধরের বিচ্ছেদ নাহি কতি॥ ইতি॥

নিজ প্রভু দেখি শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী। সম্ভ্রমে উঠিলা নিজ কার্য্য পরিহরি॥ চরণ বন্দন করি চরণ ধুইল। উত্তম

আসনে তবে প্রভু বসাইল ॥ নিত্যানন্দ গদাধর বৈসে দুই পাশে। সম্মুখে অদ্বৈত আদি আর যত দাসে ॥ জাহ্নবী নিকটে শুক্লাম্বরের কুটীর। তহি বিলসয়ে গোরা সুন্দরশরীর॥ পুলিন কদম্বশ্রেণী সুরধুনী তীরে। লক্ষ ২ শিখি পিক ভ্রমর গুঞ্জরে ॥ যমুনা স্মরণ করি গরগর মন। স্ফুরিল কৃষ্ণের গোঠে গোধন চারণ ॥ শ্রীদাম সুদাম স্তোককৃষ্ণ হে অর্জ্জুন। দাদা বলরাম বলি ডাকয়ে সঘন ॥ গদাধর আদি সব সজল নয়নে। আবেশিত চিত সবে প্রভুর দর্শনে ॥ হেন মতে তাহা নানা বিধ লীলা করি। তথা হৈতে উঠিলেন গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥ শীঘ্র আইলেন প্রভু শ্রীধরের ঘর। সপার্ষদে গৌর দেখি উঠিলা শ্রীধর ॥ পাদ্যাদি সমর্পি কৈল চরণ বন্দন। বসিলেন মহাপ্রভু প্রফুল্লবদন ॥ ভক্তগণ সবে বসিলেন চারি ভিতে। হাসিয়া কহেন কথা শ্রীধর সহিতে ॥ দেখি সে মোহনরূপ শ্রীধর সহিত। বচন না স্ফুরে কিছু হইলা স্তম্ভিত॥ কতক্ষণ থাকি প্রভু শ্রীধর ভবনে। উঠিয়া চলিলা মত্ত কুঞ্জর গমনে॥

শ্রীচৈতন্যভাগবতে ॥

নিরন্তর সবার বাড়িতে প্রভু জায়। চতুর্ভুজ ষড়্ভুজাদি সবারে দেখায় ॥ ক্ষণে জায় গঙ্গাদাস মুরারির ঘরে ॥ ক্ষণে চলয়ে আচার্য্য রত্নের মন্দিরে ॥ ইতি ॥

তবে প্রভু সঙ্গে লই নিজ ভক্তজনে। আসি বসিলেন দিব্য পুষ্পের উদ্যানে ॥ শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ দাসের অনুদাস। দ্বিতীয় কালের লীলা কহে কৃষ্ণদাস ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীগৌরাঙ্গলীলামৃতে দ্বিতীয় কালীয় লীলা বর্ণন ॥ * ॥ ২ ॥ * ॥

—:*:—

হেন মতে গৌরচন্দ্র আসি পুষ্পোদ্যানে। নিরীখয়ে বন শোভা অরুণ নয়নে॥ সেইত কুসুম বন সুবিস্তার স্থল। চতুর্দিকে উচ্চ অতি কদম্ব মণ্ডল॥ কদম্বতলাতে ঘন কেতকী কাননে। সেইত কণ্টকে চারি দিকে আবরণে॥ ভিন্ন লোক গতি তাহা না হয় কখন। দূর হৈতে দেখয়ে কণ্টকময় বন॥ মাধবী মালতী উঠে কদম্ব বেড়িয়া। বহয়ে মলয়বায়ু পরাগ লইয়া॥ চারিদিকে চারিপথ রতনে বন্ধন। দুইদিকে বকুলের শ্রেণী সুশোভন॥ কুন্দ করবীর কুরুবক সুটগর। রতন কলাপ গন্ধরাজ নাগেশ্বর॥ যাতি যূথি আদি আর মল্লিকা সুবাস। কেশর লবঙ্গলতা নিকর প্রকাশ॥ পাটল কিংশুক বৃক্ষ শোভে সারি সারি। পুন্নাগ চম্পক বহু অশোকাদি করি॥ স্থানে স্থানে রত্নবেদী অতি মনোহর। ছত্রাকৃতি তরুলতা তাহার উপর॥ তমালে শোভয়ে ঘন পল্লব নূতন। বেড়িয়া কনকলতা তাহে আরোহণ॥ প্রফুল্ল মন্দির তরু অরুণ বরণে। মুকুলিত আম্র চারা শোভে স্থানে স্থানে॥ বৃক্ষতলে পিণ্ডবান্ধা দেখিতে সুন্দরে। জম্বু পন সাদি কত সুরস জম্বীরে॥ বন অন্ত ভাগ বেড়ি কদলক বন। প্রফুল্লিত কেহ পক্ক হরিত বরণ॥ সারি সারি নারিকেল ধরে বহু ফল। গুবাকের শ্রেণী মাঝে খর্জুর শ্রীফল॥ মিষ্ট

বদরিকা আর কমলা নারঙ্গ। ধাত্রী হরীতকী আদি এলাচী লবঙ্গ ॥ ফল ফুলে নম্র ডাল পৃথিবী পরশে। দাড়িম্ব ফাটিয়া স্থল সিক্তি করে রসে ॥ সারি সারি সুবদরী শফরী শোভন। কতেক প্রকার বৃক্ষ না হয় বর্ণন ॥ মধ্য স্থানে আছে এক বিচিত্র মন্দির। সম্মুখে তড়াগ তার সুশীতল নীর ॥ স্ফাটিক পাথরে হয় সোপান বন্ধন। চারিদিগে চারিঘাট রতনে খিচন ॥ কাঞ্চনাদি স্থলপদ্ম পুষ্প শেফালিকা। কনক চম্পক লতা সুচন্দ্র মল্লিকা ॥ সরোবরতটে সব শোভে সারি ২। নিরমল জলে পুষ্প কানন নেহারি ॥ ফুলভরে নম্র ডাল পরশয়ে জল। শ্বেত নীল অরুণাদি প্রফুল্ল কমল ॥ মধুর তরঙ্গ চলে সুধীর সমীরে। পদ্ম টল মল অলি বসিতে না পারে ॥ মধুলোভে উড়ে কত লাখে ২ ভৃঙ্গ। বিহরয়ে হংস-রাজ সারস বিহঙ্গ ॥ চক্রবাক আদি আর টিটিপক্ষি কত। জলচরগণ জলে ফিরে শত শত ॥ কনক বেদিকা সহ কনক মন্দির। তাহে বসি আছে গোরা কনক শরীর ॥ চারিদিগে পারিষদ কনক বরণ। প্রেমে ডগমগ অঙ্গ সজল নয়ন ॥ দ্বাদশ দুয়ারে শোণ কনকের স্তম্ভ। বাহে স্বর্ণদণ্ডে চন্দ্রা-তপ অবলম্ব। দুয়ারে গ্রথিত সব মল্লিকার হারে। ঊর্দ্ধে নীলমণি থোপ দোলে থরে থরে ॥ পূরব প্রাঙ্গণে দিব্য তুলসী কানন। পশ্চিম প্রাঙ্গণে মল দমনক বন ॥ উত্তর দক্ষিণে দূর্ব্বা শ্যামল বরণ। কোমল আসন প্রায় হেন লয় মন ॥ পালিত কুরঙ্গ সব ফিরে তৃণ আসে। দেখিয়া গৌরাঙ্গ

রূপ লোচন প্রকাশে॥ নীপবৃক্ষ হইতে ময়ূর নামিয়া। সুখে নৃত্য করে গোরা মাধুরী দেখিয়া॥ দ্রুমলতা আদি সব কনক পুষ্পিত। ষড়্ ঋতু গণে বন সদাই সেবিত॥ চাতক ডাকয়ে ঘন কোকিল কুহরে। ডাহুক ডাহুকীগণ ভূমেতে বিহরে॥ পক্ক বিম্ব দেখি কির চঞ্চু দিয়া রয়। চাষ পক্ষি কপোতাদি বৃক্ষে বিলসয়॥ সারিশুক ডাকে জয় শ্রীশচীনন্দন। জয় নরহরি গদাধরের জীবন॥ জয় ২ নদীয়ানগর পুরন্দর। জয় ২ লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া প্রাণেশ্বর॥ জয় ২ রাধাকৃষ্ণ মিলি এক তনু। জয় জয় প্রকট কলপতরু যনু॥ বৃন্দাবনবাসি-মোরা পুরুষে পুরুষে। অধিক বাড়য়ে প্রেম নদীয়া বিলাসে। শুনি বিশ্বম্ভর দেব শুকের পঠন। রাধাকুণ্ডলীলা মনে হইল স্মরণ॥ ক্ষণে কহে কেবা মোর বংশী কৈলাচুরি। ক্ষণে কহে খেলি পাসা দেখি জিনি হারি॥ ক্ষণে কহে ঐ কুণ্ডে হয় জলকেলি। ক্ষণে বলে চল যাই সূর্য্য পূজা স্থলী॥ ক্ষণেকে চলয়ে ধরি গদাধর করে। গণ সহ প্রভু পুষ্প কাননে বিহরে॥ কুসুম অঙ্গদ হার কেশের বন্ধন। পারিষদগণ সব কুসুমে ভূষণ॥ কুসুম বারিয়া ক্ষিতি আচ্ছাদন হয়। কুসুম আমোদে অলি সঘনে ফিরয়॥ ক্ষণে ক্ষণে যায় প্রভু প্রতি তরুতলে। বিলসয়ে তাহা ছায়া পাইয়া শীতলে॥ বাজয়ে মৃদঙ্গ বীণা যন্ত্র সুরসাল। কেহ নৃত্য করে কেহ ধরয়ে সুতাল॥ বৃন্দাবন সম সেই বনের মাধুরী। গণ সহ প্রভু তাহা নিত্য যে বিহরী॥ বহু দাস মেলি করে বন সংস্কার।

বর্ণন না হয় বন বিলাস অপার॥ শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ দাসের অনুদাস॥ তৃতীয় কালের লীলা কহে কৃষ্ণদাস॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীগৌরাঙ্গলীলামৃতে তৃতীয় কালীয় লীলা বর্ণন॥ * ॥ ৩ ॥ * ॥

জয় ২ শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর ভক্তবৃন্দ॥ তবে গদাধর হাঁসি কহে মৃদু ভাষে। অপরাহ্ণ কাল আসি হইল প্রবেশে। তোমা লাগি শচীমাতা অতি ব্যগ্র মন। ভক্ষ্য দ্রব্য কৈলা বহু করিয়া যতন॥ স্বর্ণ থালি পরে তাহা সুসজ্জ করিয়া। আছেন তোমার পথ পানে নিরখিয়া॥ শুনিয়া সে প্রভু গদাধরের বচন। কহে চল করি গিয়া নগর ভ্রমণ॥ চলিলা গৌরাঙ্গচাঁদ নগর বাহিরে। দুই ভাগে শোভে নিত্যানন্দ গদাধরে॥ পাছে ২ চলি যায় আর ভক্তগণ। আনন্দের ভরে মন্দ মধুর গমন॥ নদীয়ার পথে গোরা করিলা বিজয়। দেখি সে মোহনরূপ সবে ফিরি চায়॥ সুবলন সুদীর্ঘ সে কনক শরীর। সে রূপ নিছনি কাম কমল সুনীর॥ আজানু লম্বিত বাহু তুলি চলি যায়। মৃণাল দ্বিরদ শুণ্ড বর্ণন না যায়॥ কুঞ্চিত চিকুর চারু জগত মোহন। যুবতীগণের লজ্জা সহিতে বন্ধন॥ কুটিল কুন্তল যেন ভ্রমরের পাঁতি। ঝলকে চন্দন ভালে সুধাকর জ্যোতি॥ চঞ্চল লোচন ভুরু কুসুম সন্ধান। দৃষ্টি মাত্র হানে দ্রুত নাগরী পরাণ॥ মুখচন্দ্রে হাস মৃদু সুধা বরিষয়। লোভে

কুলবতী চিত্ত চকোরিণী ধায়॥ কুণ্ডল হিল্লোল কর্ণে রতন মকরী। খাইয়া গিলয়ে নারী পরাণ শফরী॥ গ্রীবা কটিদেশ শোভা মৃগরাজ যিনি। নাশয়ে যুবতী কুল ধরম কাহিনী॥ সুবিস্তার বক্ষে রত্ন মুকুতার দাম। মালতীর মালা দোলে অতি অনুপম॥ মলয় চন্দন ঘন অঙ্গে সুলেপন। বসন ভূষণ বেশ ভুবনমোহন॥ নদীয়ার রাজপথে প্রভু চলি যায়। স্ত্রী পুরুষ বালবৃদ্ধ সবে শুনি ধায়॥ নদীয়ার পথ বালু সুশ্বেত কমল। দুই পার্শ্বে অট্টালিকা শ্বেত নিরমল॥ সুবর্ণ কলস ধ্বজ পরশে গগনে। শ্বেত পীত পতাকাদি উড়য়ে পবনে॥ চন্দ্র শালা ঝাপি কাহাঁ উড়ে ইন্দ্রজাল। গ্রন্থিত তোরণ দোলে মল্লিকার মাল॥ গৌরাঙ্গ গমন পথে নগর নাগরী। দরশন লোভে উঠে অট্টালি উপরি॥ সুধাকর মালা কিবা উদয় আকাশে। বিগলিত কেশ ভার মেঘ গণ্ড পাশে॥ মণিহার গণে যেন নক্ষত্র উদয়। হাসির হিল্লোলে কিবা বিজুরি পড়য়॥ মৃদু সুআলাপ হয় মধুর গর্জ্জন। অনুরাগ নীরে পূর্ণ পুষ্কর নয়ন॥ গৌরাঙ্গ সুতনু যেন সুবর্ণ শেখরে। বরিষে পিরিতি ধারা তাহার উপরে॥ নয়ন যুগল কেহ গবাক্ষে সপিয়া। থাকয়ে গৌরাঙ্গ পথ পানে নিরখিয়া॥ চতুর্যোজন সীমা নদীয়া নগর। স্থানে ২ পুষ্পোদ্যান দিব্য সরোবর॥ দেউল প্রাসাদ কত দেবতা মন্দির। সুপাঁতি শোভয়ে দিব্য বিচিত্র প্রাচীর॥ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চারি জাতি। সারি ২ শোভে গৃহ সুন্দর বসতি॥ যোগী ন্যাসী ব্রহ্মচারী অসংখ্য

বৈসয়। কোন স্থানে গীতা পুরাণাদি পাঠ হয়॥ কোন স্থানে নৃত্যগীত বাদ্য কোলাহল। শিশুগণে কোন ঠাঁই বাজয়ে কন্দল॥ সহস্র ২ শিশু খেলে কোন স্থানে। কত লক্ষ বিপ্রগণে করে অধ্যয়নে॥ যূথে ২ ভট্টাচার্য্য একত্র হইয়া। নদীয়ার বাটে সবে যায়েন চলিয়া॥ ত্রিবিধ প্রকার লোক পথে চলি যায়। দেখিয়া গৌরাঙ্গ মুখ অনিমিষে চায়॥ কদম্ব বকুল বৃক্ষ আছে স্থানে ২। তার তলে পিণ্ড বান্ধা পরম শোভনে॥ নগর বাজার আর চত্বর প্রাঙ্গণ। সকল পূরিত দিব্য মনুষ্য গহন॥ গ্রামের অন্তরে বহু আম্র-বৃক্ষ গণে। মাঝে প্রফুল্লিত সব কুসুম কাননে॥ নগর বেড়িয়া বহে সুরধুনী ধার। যার তটে গৌরাঙ্গের মোহন বিহার॥

শ্রীচৈতন্যভাগবতে॥

নবদ্বীপ হেন গ্রাম ত্রিভুবনে নাই। যহি অবতীর্ণ হৈলা চৈতন্য গোসাঞি॥ অবতরিবেন প্রভু জানিয়া বিধাতা। সকল সম্পূর্ণ করি থুইলেন তথা॥ ইতি॥ সম্পূর্ণ শব্দের অর্থ শুন সব ভাই। হয় নয় বিচারিয়া বুঝহ সবাই॥ অল্পা-ক্ষরে বহু অর্থ করিল বর্ণন। ভাবিয়া দেখিতে মিলে অমূল্য রতন॥ রত্নাকর অন্তর্গতে মহারত্ন নয়। নয়নে দেখিবে জল বিনা কিছু নয়॥ জল না দেখয়ে যার নাহিক নয়ন। শুনিলেও নাহি মানে পাপি অন্ধ জন॥ সিন্ধু অন্তর্গত সত্ত্ব দৃশ্য নাহি হয়। বৃন্দাবন দাস বাক্য সমুদ্র আশয়॥ সে মুখ বর্ণন কেহ বুঝিবারে নারে! গৌর গত প্রাণ যার

সে বুঝিতে পারে॥ সম্পূর্ণ শব্দেতে কেহ চতুর্দ্দশ পুরি। কে বুঝিবে সে মুখের বর্ণন মাধুরী॥ চতুর্দ্দশ পুরি যত সুখের বিস্তার। রূপ বৈভবাদি আর শীল সদাচার॥ বিদ্যা-মদ ভক্তিমদ বুদ্ধিমদ সীমা। ধনমদ দয়ামদ কুলাদি গরিমা॥ রসিকতা নিপুণতা আদি যত হয়। সংপূর্ণ শব্দের এই সব অর্থময়॥ আর এক কহি আছে অমৃত বচন। যাহার শ্রবণে সুখী হয় কর্ণ মনঃ॥ নবদ্বীপ যেহেন মথুরা রাজধানি। নারায়ণী সুত মুখোদ্গীর্ণ এই বাণী॥ নিত্যানন্দ কৃপা পাত্র বৃন্দাবন দাস। যার পর হয় তার কৃপার আভাস॥ সেই তার বাক্য কিছু পারে বুঝিবারে। পণ্ডিতাভিমানি মাত্র অহংকারে মরে॥

জয় জয় শ্রীনদীয়া সুখধাম। অদ্ভুত বসতি বসত চতু-রাশ্রম। যাই নিতি নিতি উৎসব অনুপম॥ ধ্রু॥

অষ্টসিদ্ধি নবনিধি আদি প্রতি মন্দিরে নিয়ত কিরত যনু দাস। ধর্ম্ম অর্থ আর কাম মোক্ষ গণে গণত কৌতুক করত উপহাস॥ প্রবল প্রতাপ তাপত্রয় ভঞ্জন নবধা ভক্তি দীপ্ত অনিবার। নির্ম্মল প্রেমপূর্ণ অহর্নিশি যহি ধীর চর সতত রহত মাতোয়ার॥ বিবিধ ভাতি গৃহ লসত সহস্র পরিবেষ্টিত সুরধুনী ধবল সুপানি। যনু নব কুন্দকুসুম মুকতা স্রজা যনু শশিখণ্ড উদয় অনুমানি॥ শোভা নব ২ বৃন্দাবন সম ষড় ঋতু সেবিত সরসদিগন্ত॥ মঞ্জু মহামহিমা মাহি বিস্তৃত গায়ত ফণি না পায়ত অন্ত॥ সুর সহ সুরবর হর চতুরা-

নন ধ্যান করত উরহ রস অপার। ভণ ঘনশ্যাম গো পহু পরিকর সঞে নিবসব উহ ভূমিমাঝার ॥ ১ ॥

নগর ভ্রমণ প্রভু করি কত ক্ষণ। সুরধুনী পথে তবে করিলা গমন ॥ সপার্ষদে মহাপ্রভু গঙ্গাতীরে আসি। বসিলা গঙ্গার ঘাটে নদীয়ার শশী ॥ সুরধুনী তটে শোভে পুলিন সুন্দর। যত সাল পেয়ালাদি কদম্ব নিকর ॥ ময়ূর কোকিলা আদি ভ্রমরার গণ। পুষ্প বন মাঝে কত উড়য়ে সঘন ॥ পাথর বন্দন সব ঘাট থরে থরে। লক্ষ লক্ষ শিবালয় তাহার উপরে॥ বসিবারে স্থানে স্থানে অপূর্ব্ব মন্দির। নিকটে প্রবাহ অতি সুনির্ম্মল নীর ॥ গঙ্গাঘাটে বসী আছে গৌরাঙ্গ সুন্দর। মদনমোহন রূপ সর্ব্ব মনোহর ॥ অবিরত হাসি মাখা সুচারু বদনে। বাকবাক্য পরিহাস নিজজন সনে ॥ জল আ- সিবারে যায় যত নারীগণ। লজ্জা তেয়াগিয়া চায় গৌরাঙ্গ বদন ॥ গঙ্গাজল ভরে কেহ গোরা পানে চায়। হাতে হৈতে কুম্ভকাক্ষ খসিয়া পড়য় ॥ সহস্রে সহস্রে বিপ্র নগরীয়া গণে। মণ্ডলী করিয়া বসিয়াছে স্থানে২ ॥ কতেক বা ভট্টাচার্য্য পড়ুয়া অপার। সবে মেলি পরস্পর করেন বিচার ॥ কি শোভা হইল সেই গঙ্গার দুপাশে। বিশেষ উজ্জ্বল গোরাচাঁদের প্রকাশে ॥

[illegible] ॥

গঙ্গাতীরে বসিলেন শ্রীশচীনন্দন। চতুর্দ্দিকে বেড়িয়া বসিলা শিষ্যগণ ॥ কালিন্দীর তীরে যেন শ্রীনন্দকুমার।

গোপবৃন্দ মধ্যে বসি করিলা বিহার ॥ সেই গোপবৃন্দ লই সেই কৃষ্ণচন্দ্র। দ্বিজরূপে গঙ্গাতীরে করে নানা রঙ্গ ॥ গঙ্গাতীরে যে জন দেখয়ে প্রভু মুখ। সেই পায় অতি অনির্ব্বচনীয় সুখ ॥ দেখিয়া প্রভুর তেজ অতি বিলক্ষণ। গঙ্গাতীরে কোলাকুলী করে সর্ব্ব জন ॥ অধ্যাপক প্রতি প্রভু কটাক্ষ করিয়া। ব্যাখ্যা করে প্রভু গঙ্গাতীরেতে বসিয়া। চতুর্দ্দিকে দেখে সব ভাগ্যবন্ত লোক। সর্ব্ব নবদ্বীপ প্রভু প্রভাবে অশোক। ইতি ॥

হেন মতে ভক্ত সঙ্গে শ্রীশচীনন্দন। গঙ্গারে বন্দিয়া কৈলা গৃহেতে গমন। গোধূলী সময়ে প্রভু চলে রাজপথে। নগর প্রবেশ করে গোরু যূথে যূথে ॥ শত শত গোপ শিশু যায় তার সঙ্গে। ঊর্দ্ধ পুচ্ছ করি বহু বৎস ধায় রঙ্গে ॥ দেখিয়া প্রভুর অতি উল্লাস অন্তরে। ধবলি বলিয়া ডাকে গদ গদ স্বরে ॥ গঙ্গাপথে সহস্র সহস্র বিপ্রগণে। সন্ধ্যা করিবারে সবে করেন গমনে ॥ পড়িয়া শুনিয়া সব ব্রাহ্মণ কুমার। কোলাহল করে গৃহে যায়েন অপার ॥ প্রভু আসি বসিলেন আপন মন্দিরে। ভক্ত সব চলি গেলা নিজ নিজ ঘরে ॥ তবে শচীদেবীর মনে আনন্দ বাড়িল। পুত্র মুখ দেখি সুখসিন্ধু উথলিল। ধীরে ধীরে আসি গোরা নিকটে বসিয়া। স্নেহ বশে অঙ্গ মোছে নিজ বস্ত্র দিয়া ॥ যশোদা করয়ে যেন কৃষ্ণের লালনে। সে উপমা বিনা আর নাহি ত্রিভুবনে। তবে সর্ব্ব দাসগণে অতি ত্বরা করি। জল পূর্ণ

করিয়া আনিল স্বর্ণ ঝারি ॥ পাদ প্রক্ষালন করি দিলা কোন জন। কেশ সংস্কার করি করিলা বন্ধন। সুবাসিত জলে অঙ্গ মার্জ্জন করিয়া। শেষে পুন মার্জ্জিলেন সূক্ষ্ম বস্ত্র দিয়া॥ বসন ভূষণ সব পরিবর্ত্ত করি। বিষ্ণুগৃহে প্রবিষ্ট হইলা গৌর হরি ॥ শচীর আদেশে তবে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া। দীপ জালি দেবালয়ে থুইলেন গিয়া ॥ গৃহে যে আছেন শীলা মূর্ত্তি রঘুনাথ। আরতি করিলা প্রভু হৈলা প্রণিপাত ॥ বহু উপ-হার আনি করি সমর্পণ। আচমন দিয়া পুন করাইয়া শয়ন। গৌরাঙ্গ বসিলা আসি দিব্য সিংহাসনে। শচীর আনন্দ যত না যায় বর্ণনে। বিষ্ণুগৃহে যত কিছু উপহার ছিল। রাত্রের কারণে বহু পৃথক রহিল ॥ কিছু আনি দিল শচীপুত্রের সম্মুখে। হাসিয়া ভোজন প্রভু করে মহাসুখে ॥ আচমন করিয়া বসিলা গৌররায়। বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী রহি তাম্বূল যোগায় ॥

শ্রীচৈতন্যভাগবতে ॥

মায়ের মনের অতি আনন্দ জানিয়া। লক্ষ্মীর সহিত প্রভু থাকেন বসিয়া ॥ ইতি ॥

অতি শীঘ্র করি প্রভু আবেশিত মনে। শ্রীবাসের বাড়ি প্রতি করিলা গমনে ॥ কিবা শোভা হৈল সেই সন্ধ্যার সময়। চতুর্দ্দিকে গীতবাদ্য মহা ধ্বনি হয় ॥ উজ্জ্বল দীপক সব জ্বলে সারি সারি। দীপের প্রকাশে সব সুনির্ম্মল পুরি ॥ মত্তসিংহ গতি জিনি পথে চলি যায়। আসিয়া মিলিলা

প্রভু শ্রীবাস আলয়॥ প্রভুরে দেখিয়া হর্ষে পণ্ডিত শ্রীবাস। স গোষ্ঠিতে হৈলা অতি আনন্দ উল্লাস॥ চরণ বন্দনা করি ধোয়াইলা চরণে। প্রভুরে বসাই লৈয়া দিব্য সিংহাসনে॥ শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ দাসের অনুদাস। চতুর্থ কালের লীলা কহে কৃষ্ণদাস॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীগৌরাঙ্গ লীলামৃতে চতুর্থ কালীয় লীলা বর্ণন ॥ * ॥

—ঃ*ঃ—

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈত চন্দ্র জয় গৌর ভক্তবৃন্দ॥ নিত্যানন্দ প্রভু আসি মিলিলা তখন। প্রভুর দক্ষিণে বৈসে প্রফুল্ল বদন॥ মিলিলা অদ্বৈত চন্দ্র প্রেমের সাগর। গদাধর নরহরি মুকুন্দ শ্রীধর॥ বক্রেশ্বর হরিদাস আদি ভক্তগণে। শীঘ্র আইলেন সবে শ্রীবাস ভবনে॥ ছত্র ধরিলেন শিরে নিত্যানন্দ রায়। বামভাগে গদাধর চামর ঢুলায়॥ কেহ নাচে গায় কেহ করয়ে কীর্ত্তন। রত্ন দীপক জ্বালি ধরে কোন জন॥ গৃহ মাঝে নারীগণে দেই জয় কারে। মৃদঙ্গ মন্দিরা ঘণ্টা বাদ্য সুঝালরে। পঞ্চ শিখা জ্বালি ভালো অদ্বৈত গোসাঞি। আরতি করেন আনন্দের অন্ত নাই॥

তথাহি গীত॥

গৌরীরাগ।

জয় ২ আরতি গৌরকিশোর। বিলসত সিংহাসন যনু

কনকাচল ডগমগ জগতি যুবতিচিতচোর ॥ ধ্রু ॥

শ্রীঅদ্বৈত প্রেমভরে গর২ আরতি করু নিজ নাথ নেহারি, দক্ষিণভাগে ভাতি রীতি অদ্ভুত নিত্যানন্দচন্দ্র রসে ভোর। বামে গদাধর সরসভঙ্গী তহি কোই ধরত নব ছত্র উজোর॥ শ্রীবাস বরষত, কুসুমাবলি চামর, করু নরহরি অনিবার। শুক্লাম্বর চরচত চন্দন গুপ্ত মুরারি করত জয় কার॥ মাধব বাসুঘোষ পুরুষোত্তম বিজয় মুকুন্দ আদি গুণি ভূপ। গায়ত মধুর রাগ শ্রুতি মূরছন গ্রাম সপ্ত সরোভেদ অনুপ॥ বাজত মুরজ মৃদঙ্গ চঙ্গ ডম্ফ বেণু নিশানবেণু চলুওর। ঘননন ঘণ্টা ঝম২ কত ঝালরি ঝাঁজ গরজে ঘন ঘোর॥ নাচত পরম হর্ষে বক্রেশ্বর সরস ভাতি গতি নটন সচার। উঘটন বিধি কটতক থৈ থৈ থৈতি বিবিধ পরকার॥ বিবশ পুরব রসে রসিক গদাধর শ্রীধর গৌরীদাস হরিদাস। কো বরচব সব ভকত মভঅতি গৌরমুখ মধুরিম হাস॥ সুরগণ গগনে মগন গণ সহ সুরপতি কত যতনে করত পারিহার। পার্ব্বতীপতি চতুরানন পুলকিত ঝর২ নয়নে ঝরত জলধার॥ ত্রিভুবন উলস শেষ যশ বরণত স্তুতি করু মুনি নর নাম উচারী। নরহরি পহুঁ ব্রজভূষণ রসময় নদীয়া পুর পরমানন্দকারী॥ ইতি॥

আরতি সমাপি তবে অদ্বৈত ঠাকুর। হুঙ্কার করিয়া নৃত্য করয়ে প্রচুর॥ যেবা কেহ ভক্তবৃন্দ আসিবারে ছিলা। একে২ আসি তথা সবাই মিলিলা॥ বধূরে লইয়া আইলা

শচী ঠাকুরাণী। সীতাদেবী সহ ভক্ত বর্গের গৃহিণী॥ সবাই মিলিলা আসি শ্রীবাসের ঘরে। দেখয়ে গৌরাঙ্গরূপ থাকিয়া অন্তরে॥ কপাট দিলেন দ্বারে প্রভুর ইঙ্গিতে। নিজ জন ভিন্ন অন্য নারে প্রবেশিতে॥

শ্রীচৈতন্যভাগবতে॥

কপাট পড়িল দ্বারে প্রভুর আজ্ঞায়। আপ্তগণ বিনা অন্য যাইতে না পায়॥ ইতি॥

সিংহাসনে বসি হাসে শচীর নন্দন। নিজরূপ গুণে আকর্ষয়ে সর্ব্ব মন। নিত্যানন্দ গদাধর অদ্বৈত শ্রীবাসে। নিরন্তর প্রেমসিন্ধু মাঝে সবে ভাসে॥ রাত্রের প্রবেশে সবে উলসিত মন। যার যেন ভাব তেন করে দরশন॥ কেহ স্তুতি করে কেহ করয়ে সেবনে। কুসুম অঞ্জলি কেহ দেয় শ্রীচরণে॥ কেহ কেহ আনি দেয় নানা উপহার। তাম্বূল যোগায় কেহ আনন্দ অপার। কৃষ্ণ কথা রঙ্গে প্রভু থাকি কতক্ষণ। অনন্ত প্রদোষ লীলা না যায় বর্ণন॥ শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ দাসের অনুদাস। প্রদোষ রাত্রের লীলা কহে কৃষ্ণদাস॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীগৌরাঙ্গলীলামৃতে প্রদোষ কালীয় লীলা বর্ণন ॥ * ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর ভক্ত বৃন্দ॥ হাসি মহাপ্রভু তবে শ্রীচন্দ্রবদন। আজ্ঞা করিলেন সবে করহ কীর্ত্তন॥

শ্রীচৈতন্যভাগবতে॥

সর্ব্ব বৈষ্ণবের হৈল শুনিয়া উল্লাস। আরম্ভিলা মহাপ্রভু কীর্ত্তন বিলাস॥ শ্রীবাস মন্দিরে প্রতি নিশায় কীর্ত্তন। কোন দিন হয় চন্দ্রশেখর ভবন॥ কীর্ত্তনের শুভারম্ভ করিলা মুকুন্দ। রাম কৃষ্ণ নরহরি গোপাল গোবিন্দ॥ নিত্যানন্দ গদাধর অদ্বৈত শ্রীবাস। বিদ্যানিধি মুরারি হিরণ্য হরিদাস॥ গঙ্গাদাস বনমালী বিজয় নন্দন। জগদানন্দ বুদ্ধিমন্ত খান নারায়ণ॥ কাশীশ্বর বাসুদেব রাম গরুড়াই। গোবিন্দ গোবিন্দানন্দ সকল তথাই॥ গোপীনাথ জগদীশ শ্রীমান্ শ্রীধর। সদা শিব বক্রেশ্বর ভূগর্ত্ত শুক্লাম্বর॥ ব্রহ্মানন্দ পুরুষোত্তম সঞ্জয়াদি যত। অনন্ত চৈতন্যভৃত্য নাম জানি কত॥ সবেই প্রভুর নৃত্যে থাকেন সংহতি। পারিষদ বিনা আর কেহ নাহি তথি॥ প্রভুর হুঙ্কার আর নিশায় হরিধ্বনি। ব্রহ্মাণ্ড ভেদয়ে যেন হেন মত শুনি॥ বন্দিয়া মরয়ে যত পাষণ্ডের গণ। আনন্দে কীর্ত্তন করে শচীর নন্দন॥ ন সকল শরীরে আছাড় বড় দেখি। গোবিন্দ স্মরয়ে আই মুদি দুটি আঁখি॥ কখন ঈশ্বর ভাবে প্রভুর এ
রোদন করে বলে মুঞি দাস॥ পুণ্যবন্ত শ্রীবাস অঙ্গনে শুভারম্ভ। উঠিল কীর্ত্তন ধ্বনি গোপাল গোবিন্দ॥ শ্রীবাস

পণ্ডিত লই এক সম্প্রদায়। মুকুন্দ লইয়া আর জন কতো-ধায়॥ লইয়া গোবিন্দদত্ত আর কতোজন। গৌরচন্দ্র নৃত্যে সবে করেন কীর্ত্তন॥ ধরিয়া বলেন নিত্যানন্দ মহাবলী। অলক্ষিতে অদ্বৈত লয়েন পদধূলী॥ গদাধর আদি যত [illegible]জল নয়নে। আনন্দে বিহ্বল হৈলা প্রভুর কীর্ত্তনে॥ যখন উদ্দণ্ড নাচে প্রভু বিশ্বম্ভর। পৃথিবী কম্পিত হয় সবে পায় ডর॥ কখন বা মধ্যম নাচয়ে বিশ্বম্ভর। যেন দেখি নন্দের নন্দন নটবর॥ ক্ষণে ধ্যান করি করে মুরুলীর ছান্দ। সাক্ষাৎ দেখিয়ে যেন বৃন্দাবন চান্দ॥ যখন যে ভাব হয় সেই অদভুত। নিজ নামানন্দে ভাসে জগন্নাথ সুত॥ ক্ষণে ২ মহাস্বেদ হয় কলেবরে। মূর্ত্তিমতী গঙ্গা যেন আইলা শরীরে॥ প্রভুর আনন্দ দেখি ভাগবতগণ। অন্যে ২ গলা-ধরি করয়ে ক্রন্দন॥ সবার শ্রীঅঙ্গে শোভে শ্রীচন্দনমালা। আনন্দে গায়ই কৃষ্ণ সবে হোই ভোলা॥ মৃদঙ্গ মন্দিরা বাদ্য শঙ্খ করতাল। সঙ্কীর্ত্তন সঙ্গে সব হইল মিসাল॥ ব্রহ্মাণ্ডে উঠিল ধ্বনি পূরিয়া আকাশ। চৌদিগের অমঙ্গল যায় সব নাশ॥ একোন্ অদ্ভুত যার সেবকের নৃত্যে। সর্ব্ব বিঘ্ন নাশ হয় জগত পবিত্রে॥ সে প্রভু আপনে নাচে আপনার নামে। ইহার কি ফল ইহা বলিব পুরাণে॥ চতু-র্দিকে মঙ্গল শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তন। মধ্যে নাচে জগন্নাথমিশ্রের নন্দন॥ যার নামানন্দে শিব বসন না জানে। যার নামে ব্রহ্মা নাচে সে নাচে আপনে॥ যার নামে বাল্মীকি হইল

তপোধন। যার নামে অজামিল পাইল মোচন॥ যার নাম লই শুক নারদ বেড়ায়। সহস্র বদনে শেষ যার গুণগায়॥ নিজ নামানন্দে নাচে প্রভু বিশ্বম্ভর। চরণের তাল শুনি অতি মনোহর॥ সকল বৈষ্ণব প্রভু দেখে একে একে। ভাবাবেশে পূর্ব্ব নাম ধরি সবা ডাকে॥ হলধর শিব শুক নারদ প্রহ্লাদ। রমা অজ উদ্ধব বলিয়া করে নাদ॥ পূর্ব্বে যেই সামাইল বাড়ির ভিতরে। সেই মাত্র দেখে অন্য প্রবেশিতে নারে॥ যেন মহারাস ক্রীড়া কত যুগ গেল। তিলার্দ্ধেক হেন সব গোপিকা মানিল॥ এই মত কৃষ্ণের অচিন্ত্য পরকাশ। ইহা যানে ভাগ্যবন্ত চৈতন্যের দাস॥ইতি

তথাহি পদং॥

জয়রে জয়রে গোরা শ্রীশচীনন্দন মঙ্গল নটন সুঠানরে। কীর্ত্তন আনন্দে শ্রীবাস রামানন্দে মুকুন্দ বাসুগুণ গানরে॥ধ্রু দ্রোং দৃমিকি দৃমিকি দৃমি মাদলবাজত মধুর মঞ্জির রসালরে। পিরিতি ফুলসরে মরম ভেদল ভাবে সহচর ভোররে॥

পদং।

জয় জয় গদাধর গৌরাঙ্গ সুন্দর। এক আত্মা প্রকট ভাব দুই কলেবর॥ বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণ নবযুবদ্বন্দ্ব। ইদানী প্রকট গদাধর গৌরচন্দ্র॥ মহাভাব স্বরূপা রাধা বৃন্দাবনেশ্বরী। সেই এই গদাধর পণ্ডিতাবতারী॥ রসরাজ ময়মূর্ত্তি ব্রজেন্দ্র নন্দন। সেই এই গৌরচন্দ্র পূর্ণ প্রকটন॥ রাগানুগামার্গে যে ভজিতে সাধ করে। পণ্ডিত গোঁসাঞির শিষ্যগণ অনু-সারে॥ এ সভার অনুগা বিনু ব্রজ প্রাপ্তি নাই। অতএব তাঁর শাখা ব্রজের গোঁসাই॥ যাঁর লাগি লক্ষ্মী দেবী অন্ত-

র্মনা হৈয়া। অদ্যাবধি তপ করে তাঁহার লাগিয়া॥ তথাপি না পায় সেই ব্রজেন্দ্রনন্দন। তেঁহো যার প্রেমে বশ হয় অনুক্ষণ॥ সেই রাধা হয় এই পণ্ডিত গোসাঁই। গৌরপ্রেম সুধারস পাই যার ঠাঁই॥ অতএব তাঁর যেবা হয় রতি হীন। প্রেমভক্তি নাই তার হয় মহাদীন॥ ইহাতেই যেই জন না করে বিশ্বাস। কোটি জন্মে নাহি ত্রাণ তার সর্ব্বনাশ॥ গদাধর গৌরাঙ্গ পদে এই নিবেদন। সে সকল সঙ্গ যেন না হয় কখন॥ পাষণ্ড আলাপ সঙ্গ সেহো মোর ভাল। পণ্ডিত নিন্দক সঙ্গ সেই মোর শেল॥ মদিরা সেবন মোর চিত্তে যদি ভায়। তথাপি তাহার সঙ্গ ভয় করে কায়॥ গদাধর গৌরপদাম্বুজ করি আশ। চরণে শরণ মাগে এ লোচন-দাস॥ ১॥

ভজ ২ মন মাধবনন্দন গদাধর আখ্যা যার, তাহার চরণ যে করে শরণ সেই যায় ব্রজধাম। বহুসখী সঙ্গে কুতু-হলরঙ্গে সেবি সুখী কৈল শ্যাম। পূর্ব্বে ব্রজপুরে বৃষভানু-ঘরে ধরিয়া রাধিকা নাম। সে রূপ এ রূপে রসময় ভূপে এক ভাবে ভজ অবিশ্রাম॥ এবে গৌর সঙ্গে অবতরী রঙ্গে হইলা বৈরাগীবেশ। নীলাচলে আসি ভক্ত সঙ্গে বসি তারিলা অনেক দেশ॥ সে প্রেমপাথারে জগত সাঁতারে তাপ গেল সবনাশ। প্রেমের সায়রে না দেখে পামরে কহে এ লোচনদাস॥ ২॥

গদাধর গদাধর গদাধর আশে। গদাধর পাই যেন ব্রজ-পুর বাসে॥ গদাধর নাম লৈয়া হব উদাসীন। খাইব করঙ্গে জল পরিব কৌপীন॥ এই সে মনের আশা হয় নহি-

দিনে। গদাধর গৌর প্রেম শুনিব শ্রবণে॥ সেই গুরু সেই শিষ্য তোমাকে যে জানে। তোমা ছাড়ি ভক্তি করে চক্ষুহীন জনে॥ গদাধর পাদপদ্মে যেই রতিহীন। সংসার সাগর মাঝে সেই জন দীন॥ গদাধর পাদপদ্মে এই অভিলাষ। চরণে স্মরণ মাগে এ লোচনদাস॥ ৩॥

কোই কহত গোরা জানকীবল্লভ রাধাপ্রিয় পাঁচবানরে। নয়নানন্দের মনে আন নাহিক জানে আমারি গদাধরের প্রাণরে॥ ১॥

বিহরে কীর্ত্তন সুখে গৌরাঙ্গসুন্দর। অধিক হইল নিশা দ্বিতীয় প্রহর॥ কতক্ষণ অন্তে প্রভু কীর্ত্তন রাখিয়া। অঙ্গনে বসিলা সব ভক্তবর্গ লৈয়া॥ কীর্ত্তনের পরিশ্রম দূর করিবারে। ব্যজনাদি সেবা করে প্রিয় পরিকরে॥ শচীদেবী লই সঙ্গে লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া। চলিলেন গৃহ প্রতি ত্বরাযুক্ত হৈয়া॥ আর যত ভকতগণের পরিবারে। হরিষে চলিলা সবে আপন মন্দিরে॥ এথা শচীদেবী মুক্ত করিয়া দুয়ার। গৃহ মাঝে প্রবেশিলা আনন্দ অপার॥ ভক্ষণের উতযোগ লাগিলা করিতে। নেত্র দিয়া রহে গোরা গমনের পথে॥ গৌরাঙ্গ বিদায় দিয়া সব ভক্তগণে। আসিয়া বসিলা প্রভু আপন ভবনে॥ কোন দিন গ্রীষ্মকালে করিয়া কীর্ত্তন। ভক্ত সহ করে রাত্রে গঙ্গায় মজ্জন॥ কীর্ত্তন বিহার শ্রম দূর করিবারে সূক্ষ্ম তিতাবস্ত্রে অঙ্গ মোছয়ে কিঙ্করে॥ বস্ত্র পরিবর্ত্ত করি ধূই শ্রীচরণ। আসনে বসিলা গিয়া করিতে ভোজন॥ সুবর্ণ থালিতে নানা ভক্ষ্য উপহারে। শচীদেবী আনি দিল পুত্রের গোচরে॥ সম্মুখে বসিয়া আই বদন

নেহারে। আগ্রহ করিয়া খাওয়ায়েন স্নেহ ভরে॥ ঈষৎ হাসিয়া প্রভু করয়ে ভোজন॥ লক্ষ্মীবিষ্ণুপ্রিয়া দেখে ভরিয়া নয়ন॥ ভোজন সমাপি প্রভু করি আচমন। নিভৃতে আসিয়া করে তাম্বুল ভক্ষণ॥ তবে যাই প্রবেশিলা শয়ন মন্দিরে। শয়ন করিলা গিয়া পালঙ্ক উপরে॥ প্রভু অবশেষ দ্রব্য যত কিছু ছিল। লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া তাহা ভোজন করিল॥ ঈশানাদি করিয়া যতেক দাসগণে। গৃহ সংস্কার করি করিলা শয়নে॥ অলক্ষিতে যাই শীঘ্র লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া। প্রভুর চরণ সেবা করেন আসিয়া॥

শ্রীচৈতন্যভাগবতে॥

ভোজন অন্তরে প্রভু তাম্বুল ভোজন। শয়ন করিলে লক্ষ্মী লয়েন চরণ॥ ইতি॥

হরিদাস গদাধর আদি ভক্তগণ। প্রভুর মন্দিরে কোন নিশায় শয়ন॥ নিত্যানন্দ প্রভু এথা ভোজন করিয়া। শয়ন করিলা অতি আনন্দিত হৈয়া॥ অদ্বৈত শ্রীগদাধর আর বক্রেশ্বর। শ্রীবাস শ্রীনরহরি আদি পরিকর॥ নিজ ২ গৃহ প্রতি সবে চলি গেলা। ভোজন সমাপি সবে শয়ন করিলা॥

শ্রীচৈতন্যভাগবতে॥

অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গৌররায়। কোন ২ ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায়॥ ইতি॥

নিশবদ হইল যে যত স্থিরচর। সুখে নিদ্রা যায় প্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দর॥ শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ দাসের অনুদাস॥ নিশার বিলাস লীলা কহে কৃষ্ণ দাস॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীগৌরাঙ্গলীলামৃত গ্রন্থ সম্পূর্ণ॥